দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বাণক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তি সংকট নিরসনে করণীয়

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও, মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের অবতীর্ণ হতে হবে তীব্র ভর্তিযুদ্ধে। আর তিনটি শাখার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের বিবিএ'র আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অনুষদে ৮৪৪টি আসন থাকলেও এর মধ্যে ৭৮০টি আসনে সরাসরি ভর্তি নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৬৪টি আসনে 'ঘ' ইউনিট ও কোটা থেকে ভর্তি করা হয়। বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ অনুষদে (২০০৫ সালে আসন বৃদ্ধি করা হয়, তার আগে আসন ছিল ৬৪০টি) ২০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দিতে দেখা গেছে। এত অধিক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করায় প্রতি বছর প্রশ্নপত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি বিষয়ে আইবিএ স্ট্যান্ডার্ড কিছু প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করায় এবং বাধ্যতামূলক পাস নম্বর ১২ করায় গত বছর মাত্র ১৭০০ ছাত্র-ছাত্রী পাস করে। আর প্রতি পাঁচটি ভুল উত্তরের জন্য ১টি শুদ্ধ উত্তরের নম্বর কাটা যাওয়ায় পাস করতে হলে ইংরেজিতে কমপক্ষে ১৩.২ নম্বর পেতে হবে; যদি একবার পরপর ৫টি উত্তর ভুল হয়ে থাকে। এ বছর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত (চতুর্থ বিষয়সহ) প্রায় ২৩০০-এর ওপরে। যদি শুধুমাত্র এ ২৩০০ শিক্ষার্থীও ভর্তি হয় তবে ৯টি ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে বাড়তি শিক্ষার্থী থেকে যাবে। তাহলে জিপিএ- (৪.০০-৪.৯০) পাওয়া ৫৫৬১৩ জন কিংবা জিপিএ- (৩.৫০-৪.০০) পাওয়া ৫০৩৬৮ অর্থাৎ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী কী করবে? তার ওপর গত বছর ভর্তি সুযোগ না পাওয়া শিক্ষার্থীরাও এ বছর আবার ভর্তি পরীক্ষা দেবে।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটে আবেদনের যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপিএ ৭.০০, অর্থাৎ এইচএসসি ও এসএসসি পর্যায়ে জিপিএ (৩.৫০-৪.০০) প্রাপ্ত অনেকেই ভর্তি ফরম কিনতে পারবে না। গত বছর এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপিএ চাওয়া হয়েছিল ৬.০০, সেখানে 'গ' ইউনিটে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল ১৩৪.০০ আর কম জিপিএ নিয়ে একজন শিক্ষার্থী ৬০৮তম হয়েছিল, যার মোট জিপিএ (চতুর্থ বিষয় বাদে) ৬.৮৬ ছিল। অর্থাৎ এ বছর জিপিএ- ৭.০০ চাওয়া হলেও ন্যূনতম জিপিএ- ৮.০০-এর নিচে টিকতে পারা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। অপরদিকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চট্টগ্রামে বিবিএতে প্রায় ৫ শতাধিক, খুলনায় ৫০টি, আইবিএতে ৭৫টি (ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান মিলে), জাহাঙ্গীরনগরে ৫০টি (ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান মিলে), ইসলামী ১৪০টি, রাজশাহী ৪ শতাধিক, জগন্নাথে ৫৫০টি, শাহজালালে ২৪টি আসন রয়েছে। ডিসেম্বরের ১ তারিখ ঢা.বি'র 'গ' ইউনিট, ৩ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা সমাপ্ত হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কর্তৃপক্ষ যদি ঢাকার খ্যাতিমান কলেজ যেমন ঃ ঢাকা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ প্রভৃতি অনার্স বা ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে সামগ্রিক অবকাঠামো দ্রুততার সাথে তৈরি করতে পারে তাহলে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভর্তি আস্তে আস্তে কমে আসবে।

চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংকট নি চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন ক সরকারি সিটি কলেজ, সরকারি কমার্স ক ইস্পাহানি পাবলিক কলেজ, প্রভৃতি খ্যা কলেজে যদি বিবিএ অনুষদ খোলা হয় শিক্ষার্থীরা ভর্তি সংকটের মুখে পড়বে না।

কুমিল্লার শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংকট নি সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, ইস্পাহানি পা কলেজ, অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, হা মডেল কলেজকে বিবিএ অনুষদের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যেতে পারে।

রাজশাহী, সিলেট ও যশোরের শিক্ষা ভর্তি সংকট নিরসনে যথাক্রমে নিউ গভ. কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ, সরকারি বুলবুল কলেজ, সরকারি আযিযুল হক কলে রংপুর সরকারি কলেজ, এমসি ক মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ ও মদন কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ, ডা. অ রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ সরকারি এম সিটি কলেজ ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ প্রভৃ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে প্রতি বিদ্যমান ভর্তি সংকট নিরসন করা যেতে পা

পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আ থাকবে যেন ৬টি বিভাগের খ্যাতি কলেজগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূ করে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আর ফলে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংকটের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

তাহাসিন আহ
প্লট- ২৬, রোড-১, দক্ষিণ
সবুজবাগ, ঢাকা ১২